ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-২৭০৮
আগরতলা, ৩১ অক্টোবর, ২০১৮

দেশের জনগণের মধ্যে একতা থাকলেই দেশ শক্তিশালী হয় : মুখ্যমন্ত্রী

যে দেশের জনগণের মধ্যে একতা থাকে সেই দেশ শক্তিশালী হয়। আর দেশের জনগণের মধ্যে যদি বিভাজন থাকে সেই দেশ কখনও উন্নতি লাভ করতে পারেনা।আজ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৪৩তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর আয়োজিত প্যারেড ও ব্যান্ড শো অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সারাদেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যেও সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপিত হয়েছে ।এরই অঙ্গ হিসাবে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর প্যারেড ও ব্যান্ড শো'র আয়োজন করে।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরও বলেন,সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল শুধুমাত্র রাষ্ট্র পুরুষ বা ভারত মাতার যোগ্য সন্তানই ছিলেন না,তাঁর কর্মকুশলতা ও রাষ্ট্রপ্রেমও ছিল গভীর।ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে দেশের কৃষকদেরও স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে পাঁচশোরও বেশি ছোট ছোট প্রান্তকে একত্রিত করার জন্যও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন,পরাধীন ভারতবর্ষে মহিলাদের স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে তিনিই প্রস্তাব রেখেছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করার জন্য।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন,সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও কর্মকুশলতা ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী গুজরাতে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ১৮২ মিটার উঁচু মূর্তির উদ্বোধন করেছেন। যা বিশ্বের দীর্ঘতম মূর্তি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লৌহ সংগ্রহ করে তা মূর্তি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিপরিষদকে শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব। তিনি বলেন,সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পূরণ করতে আরক্ষা বাহিনী সহ সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।পাশাপাশি আগামী তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ট রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা পূরণ

***২য় পাতায়

করতে পুলিশ বাহিনির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ থাকবে।এছাড়াও রাজ্যকে নেশামুক্ত করার লক্ষ্যে পুলিশ প্রশাসন যেভাবে কাজ করছে এরজন্য পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী।পাশাপাশি বি এস এফকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা।অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা,মুখ্যসচিব এল কে গুপ্তা, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক, বি এস এফ, সি আর পি এফ এবং রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকগণ।

অনুষ্ঠানে প্যারেডে অংশ গ্রহণ করেন বি এস এফ, সি আর পি এফ,আসাম রাইফেলস, টি এস আর প্রথম ও দ্বিতীয় বাহিনী এবং ত্রিপুরা পুলিশের জওয়ানরা।ব্যান্ড শো'তে অংশ গ্রহণ করেন বি এস এফ, আসাম রাইফেলস, টি এস আর প্রথম ও দ্বিতীয় বাহিনী এবং কে টি ডি সি'র ব্যান্ডের জওয়ানরা।

*****